

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয়ভিত্তিক

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: স্বাস্থ্য সুরক্ষা | ৬ষ্ঠ শ্রেণি



অভিজ্ঞতাভিত্তিক
শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন
মূল্যায়ন

একীভূত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা	৩
২০২৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়	৪
পরিশিষ্ট -১	
ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনযোগ্যতা সমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক/ Performance Indicator (PI)	৭
পরিশিষ্ট -২	
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্যের রুব্রিক্স	১২
পরিশিষ্ট – ৩	
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক	১১
পরিশিষ্ট – ৪	
সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট	২২
পরিশিষ্ট – ৫	
আচরণিক নির্দেশকের ফরম্যাট	২৬

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর আলোকে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শিখনকালীন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন করতে যেয়ে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে

১. নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয় বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে তার পারদর্শিতা বিবেচনা করে শ্রেণিভিত্তিক নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো কোন কোন মাত্রায় অর্জন করতে পারছে তার মূল্যায়ন করা হবে।
২. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন চালিয়ে যাবেন। প্রতিটি অভিজ্ঞতা শেষে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করবেন।
৩. নস্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।
৪. শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী একটি অভিজ্ঞতা চলাকালীন শিক্ষার্থীদের যে সকল কাজের নির্দেশনা দেওয়া আছে শুধুমাত্র ওই কাজগুলোকেই মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনার বাইরে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কাজ করানো যাবেনা।
৫. অভিজ্ঞতা পরিচালনার সময় যেখানে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন হয়, শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন উপকরণ গুলো বিনামূল্যের, স্বল্পমূল্যের এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য (রিসাইকেল) উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। প্রয়োজনে বিদ্যালয় এইসব শিক্ষা উপকরণের ব্যয়ভার বহন করবে।
৬. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই নির্দেশকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন। ষষ্ঠ শ্রেণির এই বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার নির্দেশকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশক সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া প্রতি শিক্ষাবর্ষে একটি ষাণ্মাসিক এবং আরেকটি বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে।

প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি হবে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের রেকর্ড, পরবর্তী ৬ মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ডের সমন্বয়ে পরবর্তীতে বাৎসরিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI (পরিশিষ্ট-১) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট - ২ এ যোগ্যতা নং (কলাম - ১), শ্রেণিভিত্তিক একক যোগ্যতা (কলাম - ২), সংশ্লিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম (কলাম -৩), পি আই নং (কলাম -৪), পারদর্শিতার নির্দেশক /পিআই (কলাম -৫), পি আই এর মাত্রা ও যে মাত্রাগুলো নির্ধারণ করতে সমস্যা হতে পারে তেমন ক্ষেত্রে প্রমানক আচরণ অর্থাৎ শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যে আচরণগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের পারদর্শিতার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন (কলাম – ৬,৭,৮) এবং নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপণের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম (কলাম -৯) সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সহজে যোগ্যতা, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মাত্রা সহ পি আই (PI) এর সম্পর্ক বুঝতে পারবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে তা দেওয়া আছে।

পরিশিষ্ট-৩ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে একটি ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) এর নির্দেশকটি চিহ্নিত করবেন। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র শিক্ষকের রেকর্ড রাখার সুবিধার্থে এই চিহ্নগুলো ঠিক করা

হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

- ✓ ছকে ইনপুট দেওয়া হয়ে গেলে আপনি পরবর্তীতে যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে (অভিজ্ঞতা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে) এই ছক থেকে শিক্ষার্থীর তথ্য 'নৈপুণ্য' অ্যাপস এ ইনপুট দিবেন।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আপনি যেসকল প্রমাণকের সাহায্যে পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলো শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৪ সালের বছরের মাঝামাঝিতে বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও বছরের শেষে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়

যদি কোনো অভিজ্ঞতা চলাকালীন কোনো শিক্ষার্থী আংশিক সময় বা পুরোটা সময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ঐ শিক্ষার্থীকে ঐ যোগ্যতাটি অর্জন কারনোর জন্য পরবর্তীতে এনসিটিবির নির্দেশনা অনুযায়ী নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে দেওয়া হবে।

ঘ) আচরণিক নির্দেশক

আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা পরিশিষ্ট ৫ এ দেওয়া আছে। শিক্ষক বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করবেন। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে। আচরণিক নির্দেশকগুলোতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা শিক্ষক বছরে শুধুমাত্র দুইবার ইনপুট দিবেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার।

ঙ) শিক্ষার্থীর সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

পরিশিষ্ট-৪ এ ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেওয়া আছে যেখানে কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে অর্জনের মাত্রা বিবেচনা করা হবে। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে সামষ্টিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে এই ট্রান্সক্রিপ্ট

প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও সামষ্টিক (ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক) মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টে শিক্ষার্থীর অর্জন পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা চিহ্নিত করে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক (ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক) মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে -

- যদি সেই পারদর্শিতার নির্দেশকে ত্রিভুজ (Δ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দেশকে সেই মাত্রাটি চিহ্নিত করা হবে।
- যদি কোনোবারই পারদর্শিতার নির্দেশকের ত্রিভুজ (Δ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (\circ) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা তা দেখতে হবে; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে চিহ্নিত করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (\square) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন চিহ্নিত করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্র্যের জন্য মর্যাদাহানীকর কোনো কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন: নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোনো শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোনো শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমতো উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ছ) মূল্যায়নে অ্যাপসের ব্যবহার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুসারে ২০২৪ সালে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষকগণ “নৈপুণ্য” অ্যাপটি ব্যবহার করে সম্পন্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সহায়তায় শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পারদর্শিতার নির্দেশক অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে রয়েছে সেই তথ্য বিষয় শিক্ষকবৃন্দ ইনপুট দিলে শিক্ষার্থীর জন্য স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করে দিবে এই ‘নৈপুণ্য’ অ্যাপ।

পরিশিষ্ট ১

ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI)

যোগ্যতা নং	যোগ্যতা	পি আই নং	পারদর্শিতার নির্দেশক (পি আই)	মাত্রা		
				□	○	△
০৮.০৬.০১	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবিলায় উদ্যোগী হওয়া।	০৮.০৬.০১.০১	ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখছে।	দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করার নিজস্ব উদ্যোগ আছে।	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে নিয়মিত দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে
		০৮.০৬.০১.০২	নিরাপদ থাকতে সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিরাপদ থাকার সাধারণ নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করছে।
		০৮.০৬.০১.০৩	দৈনন্দিন কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছে।	দৈনন্দিন কাজে নির্দেশনা অনুসরণ করে অংশগ্রহণ করছে।	দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দেশনার বাইরে অতিরিক্ত উদ্যোগ আছে।	দৈনন্দিন কাজে নিয়মিত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।
		০৮.০৬.০১.০৪	নিজের স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের সাধারণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ শনাক্ত করছে।	নিজের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতন।	নিজের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিসমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় সম্পর্কে সচেতন।
		০৮.০৬.০১.০৫	স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলায় উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করছে।	নিজের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করছে।	স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় অন্যকে সচেতন করতে চেষ্টা করছে।	স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা করছে।
০৮.০৬.০২	বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং এর প্রভাব অনুধাবন করে	০৮.০৬.০২.০১	নিজের শারীরিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলো শনাক্ত করতে পারছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিচ্ছে।

সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	০৮.০৬.০২.০২	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে তা চিহ্নিত করতে পারছে।	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর যে প্রভাব পড়েছে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ করতে পারছে।	শারীরিক পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চাইতে পারছে।	
	০৮.০৬.০২.০৩	নিজের শারীরিক পরিবর্তনসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা করছে।	শারীরিক পরিবর্তনসমূহকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত নয়।	শারীরিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হিসেবে গ্রহণ করে কুসংস্কার বর্জন করছে।	কোনো সমস্যা বোধ করলে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য কারো কাছে সহযোগিতা চাইছে।	
	০৮.০৬.০২.০৪	নিজের মানসিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে	নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলো সনাক্ত করতে পারছে।	নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিচ্ছে।	
	০৮.০৬.০২.০৫	মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে তা চিহ্নিত করতে পারছে।	মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর যে প্রভাব পড়েছে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ করতে পারছে।	মানসিক পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চাইতে পারছে।	
	০৮.০৬.০২.০৬	নিজের মানসিক পরিবর্তনসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা করছে।	মানসিক পরিবর্তনসমূহকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত নয়।	মানসিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হিসেবে গ্রহণ করে কুসংস্কার বর্জন করছে।	কোনো সমস্যা বোধ করলে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য কারো কাছে সহযোগিতা চাইছে।	
০৮.০৬.০৩	নিজের ও অন্যের অনুভূতি অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে	০৮.০৬.০৩.০১	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।	অনুভূতি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করছে	অনুভূতি প্রকাশে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিচ্ছে	কাউকে বিরক্ত, ক্ষতি বা অসম্মান না করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।

	ইতিবাচক প্রকাশ এবং সহমর্মী আচরণ করতে পারা।	০৮.০৬.০৩.০২	অন্যের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে।	অন্যের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করছে।	নিজের অনুভূতি প্রকাশে অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	অন্যের অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, দোষারোপ বা হাসাহাসি করছে না।
		০৮.০৬.০৩.০৩	অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতি বুঝে নিজের আচরণ ঠিক করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের আচরণ ঠিক করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহমর্মী আচরণ প্রকাশ করছে।
০৮.০৬.০৪	নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে অন্যের মূল্যায়নকে গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রকাশ করতে পারা।	০৮.০৬.০৪.০১	নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের সামর্থ্য চিহ্নিত করতে পারছে।	নিজের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে করণীয় ঠিক করছে।	পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ সামর্থ্য ব্যবহার করছে।
		০৮.০৬.০৪.০২	নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের সক্ষমতা চিহ্নিত করতে পারছে।	নিজের সক্ষমতাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কোন কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের সক্ষমতা ব্যবহার করছে।
		০৮.০৬.০৪.০৩	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নকে বিশ্লেষণ করছে।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নের গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করে। নেতিবাচকভাবে নিচ্ছে না।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়ন গ্রহণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
		০৮.০৬.০৪.০৪	নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিজ সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে মানানসই।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বিবেচনা করছে।	যে বিষয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা আছে সে বিষয়ে সচেতনভাবে দায়িত্ব নিচ্ছে।
০৮.০৬.০৫	পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের চিন্তা,	০৮.০৬.০৫.০১	অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	কাউকে কষ্ট বা আঘাত না দিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে সম্মানজনক ভাষা ও অঞ্জভঙ্গী ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।

	অনুভূতি, আচরণ ও প্রয়োজন অনুধাবন করে সহমর্মীতার সাথে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মত ও ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা।	০৮.০৬.০৫.০২	অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করে নিজের মত প্রকাশ করছে।	নিজের মত প্রকাশের সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	কাউকে কষ্ট বা আঘাত না দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করছে।	নিজের মত প্রকাশ করতে সম্মানজনক ভাষা ও অঙ্গভঙ্গী ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।
		০৮.০৬.০৫.০৩	অন্যের মতামতকে সম্মান করছে।	অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনছে।	অন্যদের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে নিজের মত পরিবর্তন করছে।	নিজের ভিন্ন মত থাকলেও অন্যদের মতামতকে সম্মান দিচ্ছে।
		০৮.০৬.০৫.০৪	দৃঢ়তার সাথে নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	সম্মানজনক ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	সম্মানজনক ভাষা ও ভঙ্গীতে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।
		০৮.০৬.০৫.০৫	নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্মানজনক ভাষায় নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাসময়ে নিজের প্রয়োজন যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করছে।
		০৮.০৬.০৫.০৬	অন্যের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিচ্ছে।	অন্যের প্রয়োজন বুঝার চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কাজে অন্যের প্রয়োজন কে বিবেচনায় নিয়ে নিজের ভূমিকা পালন করছে।	অন্যের প্রয়োজন পূরণে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করছে।
০৮.০৬.০৬	পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবাকাঠামো থেকে সহায়তা নিতে পারা।	০৮.০৬.০৬.০১	পারস্পরিক সহায়ক সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে।	নিজের জন্য সহায়ক সম্পর্কগুলো সনাক্ত করছে।	নিজের জন্য সহায়ক সম্পর্কগুলো রক্ষায় উদ্যোগ আছে।	পারস্পরিক সহায়ক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নিজে দায়িত্ব নিচ্ছে।
		০৮.০৬.০৬.০২	কোনো সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করলে তা প্রকাশ করছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো সনাক্ত করছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো নিয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংগে কথা বলছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো ত্যাগ করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। (না বলছে।)
		০৮.০৬.০৬.০৩	সম্পর্ক রক্ষা করতে কোনো ক্ষতির	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিশ্বস্ত ও	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে

			সম্মুখীন হলে সহযোগিতা চাইছে।	সম্মুখীন হলে তা প্রকাশ করছে।	নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা চাইছে।	সহযোগিতা দিতে পারেন এমন ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা চাইছে।
		০৮.০৬.০৬.০৪	বিভিন্ন জরুরি সেবা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	যে ধরনের পরিস্থিতিতে জরুরি সেবা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা আছে।	স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন জরুরি সেবা সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করছে।	নিজের প্রয়োজনে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান জরুরি সেবার সুযোগ গ্রহণ করছে ও অন্যের প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করছে।

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্যের রুব্রিক্স

ষষ্ঠ শ্রেণির সবগুলো যোগ্যতা নং (কলাম – ১), শ্রেণিভিত্তিক একক যোগ্যতা (কলাম - ২), সংশ্লিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম (কলাম – ৩), পি আই নং (কলাম -৪), পারদর্শিতার নির্দেশক /পিআই (কলাম – ৫), পি আই এর মাত্রা ও প্রমানক আচরণ অর্থাৎ শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যে আচরণগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের পারদর্শিতার অর্জিত মাত্রা নিরূপন করবেন (কলাম – ৬,৭,৮) এবং নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপনের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম (কলাম – ৯) সংযোজন করা হলো। শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে ইনপুট দেবেন।

১	২	৩	৪	৫	৬			৭	৮	৯
যোগ্যতা নং	শ্রেণিভিত্তিক একক যোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম	পি আই নং	পারদর্শিতার নির্দেশক (পিআই)	পি আই এর মাত্রা ও প্রমানক আচরণ					পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়কে সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম
					□	○	△			
০৮.০৬.০১	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবিলায় উদ্যোগী হওয়া।	সুস্থ থাকি আনন্দে থাকি নিরাপদ থাকি	০৮.০৬.০১.০১	ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখছে।	দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করছে। প্রমানক আচরণ: পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, দিনে ৭-৮ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি খাওয়া, নিয়মিত খেলাধুলা, পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম নেওয়া।	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করার নিজস্ব উদ্যোগ আছে। প্রমানক আচরণ: পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, দিনে ৭-৮ গ্লাস পানি খাওয়া, নিয়মিত খেলাধুলা, পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম নেওয়া।	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে নিয়মিত দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে। প্রমানক আচরণ: পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, দিনে ৭-৮ গ্লাস পানি খাওয়া, নিয়মিত খেলাধুলা, পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম নেওয়া।			<ul style="list-style-type: none"> এই শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যেমন: স্বাস্থ্যমেলায় সঠিক তথ্য উপস্থাপন, ‘স্বাস্থ্য মেলায় যা শিখলাম’ ছকের তথ্য, ‘আমার স্বাস্থ্যে আমার দৈনন্দিন কাজের প্রভাব: ফিরে দেখি’ ছক এবং ‘আমার নতুন স্বাস্থ্য বৃক্ষ’ ও ‘আমার নতুন দিনলিপি’ প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করে পরিকল্পনা তৈরি। শিক্ষার্থীরা যে খেলা ও শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করবে তা পর্যবেক্ষণ করবে তা পর্যবেক্ষণ বইয়ের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন ছক
			০৮.০৬.০১.০২	নিরাপদ থাকতে সাধারণ	নিরাপদ থাকার সাধারণ নির্দেশনা সম্পর্কে	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার			

			নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	সচেতনতা প্রদর্শন করছে। প্রমানক আচরণ: স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, কাঁচা ফল বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে খাওয়া, পঁচা, বাসি, খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা, জাঙ্কফুড, কৃত্রিম রং যুক্ত খাবার পরিহার করা, খেলাধুলা।	সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে। প্রমানক আচরণ: স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, কাঁচা ফল বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে খাওয়া, পঁচা, বাসি, খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা, জাঙ্কফুড, কৃত্রিম রং যুক্ত খাবার পরিহার করা, খেলাধুলা।	সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করছে। প্রমানক আচরণ: স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, কাঁচা ফল বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে খাওয়া, পঁচা, বাসি, খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা, জাঙ্কফুড, কৃত্রিম রং যুক্ত খাবার পরিহার করা, খেলাধুলা।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ছক ২: স্বাস্থ্য মেলায় আমার দলের কাজ ○ ছক ৩: আমার সুস্বাস্থ্য চর্চা ● ব্যক্তিগত ডায়েরিতে চর্চা সম্পর্কিত কাজের রেকর্ড
		০৮.০৬.০১.০৩	দৈনন্দিন কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছে।	যে কাজে নির্দেশনা অনুসরণ করে অংশগ্রহণ করছে।	দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দেশনার বাইরে অতিরিক্ত উদ্যোগ আছে।	দৈনন্দিন কাজে নিয়মিত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।	
		০৮.০৬.০১.০৪	নিজের স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের সাধারণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করছে।	নিজের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতন।	নিজের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিসমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় সম্পর্কে সচেতন।	এই অংশটির জন্য উপরের PI সংশ্লিষ্ট একই কার্যক্রম ও অন্যান্য বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ওখান থেকে পর্যবেক্ষণ ও পারদর্শিতার মাত্রা পরিমাপক আচরণ মিলিয়ে মূল্যায়ন করবেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন পানি ও অন্যান্য খাবার খাওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট আচরণ ও অভিভাবক
		০৮.০৬.০১.০৫	স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করছে।	নিজের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করছে।	স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় অন্যকে সচেতন করতে চেষ্টা করছে।	স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা করছে।	

								সভায় বা অন্যান্য সময়ে অভিভাবক এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনা করবেন।	
০৮.০৬.০২	বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং এর প্রভাব অনুধাবন করে সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	আমার কৈশোরের যত্ন	০৮.০৬.০২.০১	নিজের শারীরিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলো সনাক্ত করতে পারছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিচ্ছে।	শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত (সেশন ৩, পৃ ৬৮) কার্টুন/ভিডিও/লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা ও নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা; 'কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে আমার ধারণা: ফিরে দেখি' (পাঠ্যপুস্তক, পৃ. ৫১) হকে ধারণার প্রয়োজনীয় সংযোজন/বিশ্লেষণ; 'কৈশোরের যত্নে আমার পরিকল্পনা' হকে নিজের পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকর চর্চার জন্য ব্যক্তিগত কাজ সংযোজন	
			০৮.০৬.০২.০২	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে তা চিহ্নিত করতে পারছে। প্রমানক আচরণ: অতিরিক্ত মাত্রায় ওজন বেড়ে বা কমে যাওয়া, ব্রন ওঠা প্রভৃতি	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর যে প্রভাব পড়েছে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ করতে পারছে। প্রমানক আচরণ: আত্মবিশ্বাসী ব বিব্রত বোধ করা, না খেয়ে থাকা/ খুবই কম পরিমানে খাওয়া, গুটিয়ে রাখা	শারীরিক পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সহযোগিতা চাইতে পারছে। প্রমানক আচরণ: বেশি সমস্যা মনে হলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ডাক্তার, পুষ্টিবিদের সহযোগিতা নেওয়া।		● বইয়ের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন হক ○ ছক ১: 'আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ' হকের মূল্যায়ন ○ ছক ২: 'আমার বয়ঃসন্ধিকালীন সুস্বাস্থ্য চর্চা' হকের মূল্যায়ন
			০৮.০৬.০২.০৩	নিজের শারীরিক পরিবর্তনসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা করছে।	শারীরিক পরিবর্তনসমূহকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত নয়।	শারীরিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হিসেবে গ্রহণ করে কুসংস্কার বর্জন করছে।	কোনো সমস্যা বোধ করলে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য কারো কাছে সহযোগিতা চাইছে।		

			<p>০৮.০৬.০২.০৪ নিজের মানসিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে</p>	<p>নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলো সনাক্ত করতে পারছে। প্রমানক আচরণ: মনোযোগ/যত্ন/ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা, সামাজিক কাজে আগ্রহ, আবেগপ্রবনতা, অনুভূতির দ্রুত পরিবর্তন প্রভৃতি।</p>	<p>নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে। প্রমানক আচরণ: বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্যগুলো পেতে নির্ভরযোগ্য সূত্র খুঁজছে, যে কারো তথ্যে বিভ্রান্তবোধ করছে না।</p>	<p>নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিচ্ছে। প্রমানক আচরণ: বিচলিত বোধ করছে না, বিজ্ঞানসম্মত তথ্য ব্যবহার করছে, ভ্রান্ত ধারণাগুলো পরিহার করছে, যে সমস্যাগুলো নিজে সমাধান করতে পারছে না তার জন্য অভিজ্ঞ কারো সহযোগিতা চাইছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ডায়েরিতে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজের রেকর্ড
			<p>০৮.০৬.০২.০৫ মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।</p>	<p>মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর কী প্রভাব পড়েছে তা চিহ্নিত করতে পারছে।</p>	<p>মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর যে প্রভাব পড়েছে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ করতে পারছে।</p>	<p>মানসিক পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চাইতে পারছে।</p>	
			<p>০৮.০৬.০২.০৬ নিজের মানসিক পরিবর্তনসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা করছে।</p>	<p>মানসিক পরিবর্তনসমূহকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত নয়।</p>	<p>মানসিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হিসেবে গ্রহণ</p>	<p>কোনো সমস্যা বোধ করলে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য</p>	

						করে কুসংস্কার বর্জন করছে।	কারো কাছে সহযোগিতা চাইছে।	
০৮.০৬.০৩	নিজের ও অন্যের অনুভূতি অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ইতিবাচক প্রকাশ এবং সহমর্মী আচরণ করতে পারা।	চলো বন্ধু হই	০৮.০৬.০৩.০১	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।	অনুভূতি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করছে	অনুভূতি প্রকাশে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিচ্ছে	কাউকে বিরক্ত, ক্ষতি বা অসম্মান না করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।	<ul style="list-style-type: none"> ‘আমার সহমর্মী আচরণ’ (পাঠ্যপুস্তক পৃ ৬০) ছক; ‘কে কে আমার বন্ধু হতে পারে?’ (পাঠ্যপুস্তক পৃ ৬০)ছক; শিক্ষক সহায়িকা: সেশন ৮, পৃ ৯৪ এ উল্লেখিত দলগত (ডুমিকার্ডিনয়) কাজে যুক্তি উপস্থাপন; ‘আমি প্রকৃতির বন্ধু’ (পাঠ্যপুস্তক পৃ ৬৪)ছক; বইয়ের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন ছক <ul style="list-style-type: none"> ছক ১: ‘আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ’ ছকের মূল্যায়ন ছক ২: ‘আমার সহমর্মিতা চর্চা’ র পরিকল্পনা ও ব্যক্তি ডায়েরিতে তার রেকর্ড
			০৮.০৬.০৩.০২	অন্যের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে।	অন্যের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করছে।	নিজের অনুভূতি প্রকাশে অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	অন্যের অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, দোষারোপ বা হাসাহাসি করছে না।	
			০৮.০৬.০৩.০৩	অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতি বুঝে নিজের আচরণ ঠিক করছে। প্রমোনক আচরণ: অন্যের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করছে, অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে, অন্যদের সহযোগিতা করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের আচরণ ঠিক করছে। প্রমোনক আচরণ: নিজে থেকে অন্যকে সহযোগিতা করছে, অন্যের অনুভূতি-প্রয়োজন-পরিস্থিতি বুঝে আচরণ করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহমর্মী আচরণ প্রকাশ করছে। প্রমোনক আচরণ: অন্যের প্রয়োজন ও নিজের সামর্থ্য বুঝে অন্যের পাশে থাকছে।	
০৮.০৬.০৪	নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে অন্যের মূল্যায়নকে গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে ও	চলো নিজেকে আবিষ্কার করি	০৮.০৬.০৪.০১	নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের সামর্থ্য চিহ্নিত করতে পারছে।	নিজের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে করণীয় ঠিক করছে।	পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ সামর্থ্য ব্যবহার করছে।	<ul style="list-style-type: none"> ‘শারীরিক ও মানসিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য’ ছক (পাঠ্য পুস্তক পৃ ৭৭) ‘আমি’ ছক (পাঠ্য পুস্তক পৃ ৭৯) নিজের গুণ কাজে লাগানোর ছক (পাঠ্য পুস্তক পৃ ৮০)
			০৮.০৬.০৪.০২	নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে	নিজের সক্ষমতা চিহ্নিত করতে পারছে। প্রমোনক আচরণ:	নিজের সক্ষমতাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কোন	প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের সক্ষমতা	

	প্রকাশ করতে পারা।			সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের কোন কোন বিষয়ে গুন ও সক্ষমতা আছে সচেতনভাবে খোঁজে ও বলতে পারে।	কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে। প্রমানক আচরণ: কোনো কাজ করতে গেলে নিজে থেকে নিজের গুনগুলোকে মনে রেখে ব্যবহার করে, শুরুতেই 'পারি না' মনোভাব পোষন করে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে না।	ব্যবহার করছে। প্রমানক আচরণ: কোনো কাজে যে ফলাফল আশা করে তা পেতে যেভাবে কাজ করার প্রয়োজন হয় সেভাবে কাজ করার জন্য নিজের সংশ্লিষ্ট গুণ বা সক্ষমতা বেছে নেয়।	
				০৮.০৬.০৪.০৩	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নকে বিশ্লেষণ করছে।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নের গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করছে। প্রমানক আচরণ: অন্যরা যখন মূল্যায়ন করছে তা নিজের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা বর্জন করার মানসিকতা আছে; শুরুতেই নেতিবাচকভাবে নিচ্ছে না।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে। প্রমানক আচরণ: অন্যরা যখন মূল্যায়ন করছে তা নিজের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা কী কারণে বলছে বুঝতে পারছে।	

			০৮.০৬.০৪.০৪	নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিজ সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে মানানসই।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বিবেচনা করছে।	যে বিষয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা আছে সে বিষয়ে সচেতনভাবে দায়িত্ব নিচ্ছে।	
০৮.০৬.০৫	পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও প্রয়োজন অনুধাবন করে সহমর্মীতার সাথে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মত ও ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা।	অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলি	০৮.০৬.০৫.০১	অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	কাউকে কষ্ট বা আঘাত না দিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে সম্মানজনক ভাষা ও অজ্ঞভঙ্গী ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	<ul style="list-style-type: none"> শিক্ষক সহায়িকার পৃ ১৩৫ (সেশন ৩) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগ বিষয়ে শিক্ষার্থীর ভাবনা ও মতামত। অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের কৌশল বিষয়ক (পৃ ১০৯) ছক বইয়ের মূল্যায়ন ছক ছক ১: 'আমার অংশগ্রহণ ও এই বইয়ে করা কাজ' ছকের মূল্যায়ন ছক ২: 'আমার দলের ভূমিকাভিনয়' ছকের মূল্যায়ন ছক ২: 'অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশের চর্চা' র পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত ডায়েরিতে তার রেকর্ড শিক্ষক সহায়িকার পৃ ১৩৫ (সেশন ৪) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত সীমানা বিষয়ে শিক্ষার্থীর ভাবনা ও মতামত,
			০৮.০৬.০৫.০২	অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করে নিজের মত প্রকাশ করছে।	নিজের মত প্রকাশের সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	কাউকে কষ্ট বা আঘাত না দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করছে।	নিজের মত প্রকাশ করতে সম্মানজনক ভাষা ও অজ্ঞভঙ্গী ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	
			০৮.০৬.০৫.০৩	অন্যের মতামতকে সম্মান করছে।	অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনছে।	অন্যদের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে নিজের মত পরিবর্তন করছে।	নিজের ভিন্ন মত থাকলেও অন্যদের মতামতকে সম্মান দিচ্ছে।	
			০৮.০৬.০৫.০৪	দৃঢ়তার সাথে নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	সম্মানজনক ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	সম্মানজনক ভাষা ও ভঙ্গীতে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।	
			০৮.০৬.০৫.০৫	নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্মানজনক ভাষায়	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাসময়ে নিজের প্রয়োজন	

						নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করছে।	নিরাপদ ও অনিরাপদ স্পর্শের ধারণা ব্যক্তিগত ডায়েরিতে চর্চা'র রেকর্ড
			০৮.০৬.০৫.০৬	অন্যের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিচ্ছে।	অন্যের প্রয়োজন বুঝার চেষ্টা করছে	দৈনন্দিন কাজে অন্যের প্রয়োজন কে বিবেচনায় নিয়ে নিজের ভূমিকা পালন করছে।	অন্যের প্রয়োজন পূরণে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করছে।	
০৮.০৬.০৬	পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবাকাঠামো থেকে সহায়তা নিতে পারা।	সম্পর্কের যত্নে খুঁজে পাই রত্ন	০৮.০৬.০৬.০১	পারস্পরিক সহায়ক সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে।	নিজের জন্য সহায়ক সম্পর্কগুলো সনাক্ত করছে।	নিজের জন্য সহায়ক সম্পর্কগুলো রক্ষায় উদ্যোগ আছে।	পারস্পরিক সহায়ক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নিজে দায়িত্ব নিচ্ছে।	<ul style="list-style-type: none"> পাঠ্য পুস্তকের পৃ ১২৩ ও পৃ ১২৪ ছক শিক্ষক সহায়িকার পৃ ১৬৬ ও ১৬৮ (সেশন ১০ ও ১১) স্ক্রিপ্ট লেখা, ভূমিকাভিনয়, ভূমিকাভিনয়ের উপর প্রতিবেদন (পাঠ্য পুস্তক পৃ ১৩২-১৩৩) ব্যক্তিগত ডায়েরিতে চর্চা'র রেকর্ড
			০৮.০৬.০৬.০২	কোনো সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করলে তা প্রকাশ করছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো সনাক্ত করছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো নিয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংগে কথা বলছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো ত্যাগ করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। (না বলছে।)	
			০৮.০৬.০৬.০৩	সম্পর্ক রক্ষা করতে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে সহযোগিতা চাইছে।	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা প্রকাশ করছে।	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা চাইছে।	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা দিতে পারেন এমন ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা চাইছে।	
			০৮.০৬.০৬.০৪	বিভিন্ন জরুরি সেবা সম্পর্কে	যে ধরনের পরিস্থিতিতে জরুরি সেবা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা আছে।	স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান	প্রয়োজনে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান জরুরি	

				সচেতনতা প্রদর্শন করছে।		বিভিন্ন জরুরি সেবা সম্পর্কে ধারণা আছে।	সেবার সুযোগ গ্রহণ করছে।	
--	--	--	--	---------------------------	--	---	----------------------------	--

পরিশিষ্ট ৪

সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম :			
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : ষষ্ঠ	বিষয় : স্বাস্থ্য সুরক্ষা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা				
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
০৮.০৬.০১.০১	ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখছে।	দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করছে	বিদ্যালয়ে এবং/বা বাড়িতে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করার নিজস্ব উদ্যোগ আছে।	নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে নিয়মিত দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে।
০৮.০৬.০১.০২	নিরাপদ থাকতে সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করছে।	নিরাপদ থাকার সাধারণ নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করছে।
০৮.০৬.০১.০৩	দৈনন্দিন কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করছে।	দৈনন্দিন কাজে নির্দেশনা অনুসরণ করে অংশগ্রহণ করছে।	দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দেশনার বাইরে অতিরিক্ত উদ্যোগ আছে।	দৈনন্দিন কাজে নিয়মিত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।
০৮.০৬.০১.০৪	নিজের স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে	নিজের সাধারণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করছে।	নিজের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সচেতন।	নিজের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিসমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় সম্পর্কে সচেতন।
০৮.০৬.০১.০৫	স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করছে।	নিজের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করছে।	স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় অন্যকে সচেতন করতে চেষ্টা করছে।	স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় অন্যকে সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা করছে।
০৮.০৬.০২.০১	নিজের শারীরিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলো সনাক্ত করতে পারছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের শারীরিক পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিচ্ছে।
০৮.০৬.০২.০২	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর কী কী	শারীরিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর যে প্রভাব	শারীরিক পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব

	উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	প্রভাব পড়েছে তা চিহ্নিত করতে পারছে।	পড়েছে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ করতে পারছে।	মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চাইতে পারছে।
০৮.০৬.০২.০৩	নিজের শারীরিক পরিবর্তনসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা করছে।	শারীরিক পরিবর্তনসমূহকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত নয়।	শারীরিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হিসেবে গ্রহণ করে কুসংস্কার বর্জন করছে।	কোনো সমস্যা বোধ করলে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য কারো কাছে সহযোগিতা চাইছে।
০৮.০৬.০২.০৪	নিজের মানসিক পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে	নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলো সনাক্ত করতে পারছে।	নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের মানসিক পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে মেনে নিচ্ছে।
০৮.০৬.০২.০৫	মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে তা চিহ্নিত করতে পারছে।	মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজের উপর যে প্রভাব পড়েছে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ করতে পারছে।	মানসিক পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চাইতে পারছে।
০৮.০৬.০২.০৬	নিজের মানসিক পরিবর্তনসমূহের সঠিক ব্যবস্থাপনা করছে।	মানসিক পরিবর্তনসমূহকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত নয়।	মানসিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হিসেবে গ্রহণ করে কুসংস্কার বর্জন করছে।	কোনো সমস্যা বোধ করলে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য কারো কাছে সহযোগিতা চাইছে।
০৮.০৬.০৩.০১	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।	অনুভূতি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করছে	অনুভূতি প্রকাশে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিচ্ছে	কাউকে বিরক্ত, ক্ষতি বা অসম্মান না করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।
০৮.০৬.০৩.০২	অন্যের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে।	অন্যের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করছে।	নিজের অনুভূতি প্রকাশে অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	অন্যের অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, দোষারোপ বা হাসাহাসি করছে না।
০৮.০৬.০৩.০৩	অন্যের প্রতি সহমর্মী আচরণ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতি বুঝে নিজের আচরণ ঠিক করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের আচরণ ঠিক করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহমর্মী আচরণ প্রকাশ করছে।
০৮.০৬.০৪.০১	নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে	নিজের সামর্থ্য চিহ্নিত করতে পারছে।	নিজের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে করণীয় ঠিক করছে।	পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ সামর্থ্য ব্যবহার করছে।

	সচেতনতা প্রদর্শন করছে।			
০৮.০৬.০৪.০২	নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।	নিজের সক্ষমতা চিহ্নিত করতে পারছে।	নিজের সক্ষমতাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কোন কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে।	প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের সক্ষমতা ব্যবহার করছে।
০৮.০৬.০৪.০৩	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নকে বিশ্লেষণ করছে।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নের গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করছে।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়নের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে।	নিজের সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়ন বিবেচনা করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
০৮.০৬.০৪.০৪	নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিজ সামর্থ্য ও সক্ষমতার সংগে মানানসই।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বিবেচনা করছে।	যে বিষয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা আছে সে বিষয়ে সচেতনভাবে দায়িত্ব নিচ্ছে।
০৮.০৬.০৫.০১	অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	কাউকে কষ্ট বা আঘাত না দিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।	নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে সম্মানজনক ভাষা ও অঞ্জভঙ্গী ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।
০৮.০৬.০৫.০২	অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করে নিজের মত প্রকাশ করছে।	নিজের মত প্রকাশের সময় অন্যের অনুভূতি বিবেচনায় নিচ্ছে।	কাউকে কষ্ট বা আঘাত না দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করছে।	নিজের মত প্রকাশ করতে সম্মানজনক ভাষা ও অঞ্জভঙ্গী ব্যবহারে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।
০৮.০৬.০৫.০৩	অন্যের মতামতকে সম্মান করছে।	অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনছে।	অন্যদের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে নিজের মত পরিবর্তন করছে।	নিজের ভিন্ন মত থাকলেও অন্যদের মতামতকে সম্মান দিচ্ছে।
০৮.০৬.০৫.০৪	দৃঢ়তার সাথে নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	সম্মানজনক ভাষায় নিজের মতামত প্রকাশ করছে।	সম্মানজনক ভাষা ও ভঙ্গীতে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।
০৮.০৬.০৫.০৫	নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্মানজনক ভাষায় নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করছে।	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাসময়ে নিজের প্রয়োজন যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করছে।
০৮.০৬.০৫.০৬	অন্যের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিচ্ছে।	অন্যের প্রয়োজন বুঝার চেষ্টা করছে	দৈনন্দিন কাজে অন্যের প্রয়োজন কে বিবেচনায় নিয়ে নিজের ভূমিকা পালন করছে।	অন্যের প্রয়োজন পূরণে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করছে।

০৮.০৬.০৬.০১	পারস্পরিক সহায়ক সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে।			
		নিজের জন্য সহায়ক সম্পর্কগুলো সনাক্ত করছে।	নিজের জন্য সহায়ক সম্পর্কগুলো রক্ষায় উদ্যোগ আছে।	পারস্পরিক সহায়ক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নিজে দায়িত্ব নিচ্ছে।
০৮.০৬.০৬.০২	কোনো সম্পর্কে অস্বস্তিকর বোধ করলে তা প্রকাশ করছে।			
		অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো সনাক্ত করছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো নিয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছে।	অস্বস্তিকর সম্পর্কগুলো ত্যাগ করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। (না বলছে।)
০৮.০৬.০৬.০৩	সম্পর্ক রক্ষা করতে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে সহযোগিতা চাইছে।			
		যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা প্রকাশ করছে।	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা চাইছে।	যে কোনো সম্পর্ক রক্ষায় কারও আচরণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা দিতে পারেন এমন ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা চাইছে।
০৮.০৬.০৬.০৪	বিভিন্ন জরুরি সেবা সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করছে।			
		যে ধরনের পরিস্থিতিতে জরুরি সেবা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা আছে।	স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন জরুরি সেবা সম্পর্কে ধারণা আছে।	প্রয়োজনে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান জরুরি সেবার সুযোগ গ্রহণ করছে।

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক নির্দেশক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	■	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুল্ক তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিত্তিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিত্তিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিত্তিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিত্তিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে